বঙ্গবন্ধু মেডিকেলে 'নিয়োগ বাণিজ্যের' অভিযোগে বিক্ষোভ, বিদায়ী ভিসির সমর্থকদের 'মারধর'

সংবাদ অনলাইন রিপোর্ট : শনিবার, ২৩ মার্চ ২০২৪

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) উপাচার্য শরফুদ্দিন আহমেদের মেয়াদ শেষের পাঁচ দিন আগে তার বিরুদ্ধে 'নিয়োগ বাণিজ্যের' অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ করেছেন সেখানকার ডাক্তার, নার্স এবং কর্মচারীরা।

বিক্ষোভকারীরা ভিসির কার্যালয় অবরুদ্ধ করে রাখে। পরে তার ব্যক্তিগত সহকারীসহ কয়েকজনকে মারধর করে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে বলে খবর পাওয়া যায়।

তার কার্যালয়ের সামনে শনিবার বিক্ষোভ করেন আওয়ামী লীগপন্থি স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ (স্বাচিপ) সংগঠনের সদস্য চিকিৎসক, বিশ্ববিদ্যালয়টির কর্মকর্তা-কার্মচারী ও নার্সরাও এতে অংশ নেন।

বিক্ষোভের একপর্যায়ে শরফুদ্দিনের ব্যক্তিগত সহকারী ডাক্তার রাসেল আহমেদকে চড়-থাপ্পড় দিয়ে উপাচার্যে কক্ষ থেকে বের করে দেওয়া হয়। বিএসএমএমইউর সুপার স্পেশালাইজড শাখা থেকেও একজনকে মারধর করে বের করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ।

উপাচার্য শরফুদ্দিন আহমেদ বলেন, তিনি শুনেছেন কয়েকজনকে মারধর করা হয়েছে। তিনি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানান।

উপাচার্য শরফুদ্দিনের মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২৮ মার্চ। গত ১১ মার্চ বিএসএমএমইউর নতুন উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক অধ্যাপক দীন মো. নূরুল হক।

মেয়াদ শেষের আগে উপাচার্য শরফুদ্দিনের বিরুদ্ধে ‘শতাধিক শিক্ষক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের’ অভিযোগ উঠেছে। নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তার বিদায়ের মুহূর্তে বিক্ষোভ করছেন স্বাচিপের বিএসএমএমইউ ইউনিটের নেতারা।

এই অভিযোগ আগেও উঠেছে। তবে আগে এরকম বিক্ষোভের ঘটনা ঘটেনি।

সংগঠনটির চিকিৎসকদের অভিযোগ, আগের নিয়োগগুলোতেও ‘ব্যাপক দুর্নীতি’ হয়েছে। বিদায়ের মুহূর্তে আরো শতাধিক শিক্ষক কর্মকর্তা ও কর্মচারী অ্যাডহকের মাধ্যমে নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে।

আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকা স্বাচিপের বিএসএমএমইউ শাখার সদস্য সচিব অধ্যাপক মো. আরিফুল ইসলাম জোয়ারদার টিটো বলেন, নতুন ভিসির নাম ঘোষণার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে থেকে ভিসি আসার কারণে একটি অংশ বিরোধিতা করার চেষ্টা করেছিল। ‘কিন্তু আমরা যারা ছাত্রজীবনে ছাত্রলীগের রাজনীতি করেছি, কেন্দ্রীয় ও বিএসএমএমইউয়ের

স্বাচিপের নেতৃত্ব দিচ্ছি, সবার কথা একটাই- নেত্রী যাকে নিয়োগ দিয়েছেন তাকেই আমরা ভিসি হিসেবে মন থেকে মেনে নিয়েছি, স্বাগত জানিয়েছি।’

তার ভাষ্য, সাধারণত ভিসি নিয়োগ পাওয়ার পর ‘আগের ভিসি শুধুমাত্র দৈনন্দিন রুটিন কাজ করেন, যা ইতোপূর্বেও হয়েছে’। ‘কিন্তু বর্তমান উপাচার্য শতাধিক ডাক্তার, কর্মচারী ও প্রায় ৩০ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। সবাই মনে করছে এই নিয়োগের পেছনে অর্থের লেনদেন আছে।’

তার অভিযোগ সিন্ডিকেট মিটিং করে এই নিয়োগ দেয়ার ‘চেষ্টা চলছে’। তিনি বলেন, ‘তাদের নিয়োগ না দিতে পারে, তবে সেই অর্থ ফেরত দিতে হবে।’

তবে উপাচার্য শরফুদ্দিন আহমেদ বলছেন ‘সবকিছু স্বচ্ছতার ভিত্তিতেই হয়েছে’।তিনি বলেন, ‘এখনকার নিয়োগের বিষয়টি আগেই ফয়সালা হয়েছে, সিন্ডিকেট বসার সিদ্ধান্তটাও আগেই নেওয়া হয়েছে। এখন যারা বিরোধীতা করছে তারা কেউ আমার কাছে আসে নাই।’

তবে স্বাচিপ নেতা চিকিৎসক জোয়ারদার টিটো বলেন, নিয়োগ ঠেকানোর কথা জানিয়ে তিনি বলেন, ‘আমরা কোনোক্রমেই সিন্ডিকেট বসতে দিব না, যার কারণে সমবেত হয়ে প্রতিবাদ করছি। বঙ্গবন্ধুর নামে প্রতিষ্ঠানে কোনো দুর্নীতি করতে দেওয়া হবে না।’

টিটোর অভিযোগ, ‘এখানকার ইট-পাথরও জানে, টাকা-পয়সা ছাড়া এখানে চাকরি হয় না, তিনি বিএসএমএমইউকে একটা ব্যবসা কেন্দ্র বানিয়েছেন।

‘আমরা ভিসি শরফুদ্দিনের অর্থের বিনিময়ে নিয়োগের স্বাধীন বিচার বিভাগীয় তদন্ত করার আহ্বান জানাচ্ছি এবং উনার তিন বছরে দুর্নীতির শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি জানাচ্ছি,’ বলেন স্বাচিপ নেতা জোয়ারদার টিটো।